প্রাইম ব্যাংক ফাউন্ডেশন শিক্ষাবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠান-২০১০

৭ আগস্ট, ২০১০, শনিবার, এলজিইডি-আরডিইসি ভবন(লেভেল ১২),
আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, সকাল ১০-০০টা

ড. আতিউর রহমান, গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক এর ভাষণ

প্রধান অতিথি

সম্মানিত চেয়ারম্যান প্রাইম ব্যাংক লিঃ
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা(প্রাইম ব্যাংক ফাউন্ডেশন),
ব্যাংক কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ,
বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রী,সমাগত অভিভাবক-অতিথিবৃন্দ-**আস্‌সালামু আলাইকুম/ শুভ সকাল**।

- জাতীয় শোক দিবসের মাস। **জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমানের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে আমার বক্তব্য শুরু করছি**। নোবেল বিজয়ী অমর্ত্য সেন বলেছেন, ‘‘অর্থনৈতিক পরাধীনতা মানুষের সামাজিক পরাধীনতার কারণ হতে পারে।’’ বঙ্গবন্ধু আজীবন লড়ে গেছেন বাঙালির অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে অর্থনীতিকে পুনর্গঠন করার জন্য তিনি প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারেরও সূচনা করেছিলেন। তিনি ছিলেন সমস্ত সমাজের এবং পরবর্তী সময়ে জাতির ভরসার প্রতীক এক বিশ্বস্ত বিস্তারী প্রতিমাস্বরূপ।

- আপনারা ইতোমধ্যে জেনেছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সদ্য ঘোষিত ২০১০-১১ অর্ধবছরের প্রথমার্ধের মুদ্রানীতি ভংগীতে আমরা বলেছি যে, এটা হবে আরো দ্রুত অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি, আরো সহনীয় মূল্যস্ফীতি সহায়ক এবং দারিদ্র্য বিমোচনে সরকারের নানামুখী উদ্যোগ সহায়ক মুদ্রানীতি। বিশেষভাবে গ্রামীণ অর্থনীতির ভিত ধরে অভ্যন্তরীণভাবে জোরালো চাহিদা সৃষ্টির মাধ্যমে দেশে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বাংলাদেশ ব্যাংকসহ সমগ্র ব্যাংকিং সেক্টর অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় কার্যকরী শ্রম দিয়ে চলেছে। এ খাতকে আরো অধিক দারিদ্র্য বিমোচক, গরীবহিতৈষী ও মানবিকভাবে গড়ে তুলতে চাই। কৃষি, এসএমই, সিএসআর বিষয়ক কাজে ব্যাংকিং খাত কতখানি কৃষক, শ্রমজীবী মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারলো তা অবলোকনের জন্যে জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

- বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবরই CSR কর্মকান্ডে ব্যাংকগুলোকে আরো focused এবং উৎপাদনশীল করার পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক এ কর্মকান্ডের তথ্য উপাত্তের উপর একটি পূর্ণাঙ্গ ও উপযোগী রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। সদ্য সমাপ্ত অর্থবছরে (২০০৯-১০) গত বছরের CSR কর্মকান্ডে যে ব্যয় সম্পন্ন করা হয় তা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৩৫ শতাংশ বেশি। এই মানবিক কল্যাণের ব্যাংকিং কার্যক্রমের দিকে আগামীতে বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো আরো যত্নশীল/মনোযোগী হবে বলে আমি আশা রাখি। বিশেষ করে সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সন্তানদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ কী করে বাড়ানো যায় সেদিকে ব্যাংকগুলো আরো যত্নবান হবেন বলে আমি আশা করছি। আমাদের দেশের অনগ্রসর চর, হাওড় ও আইলাদুর্গত অঞ্চলের সংগ্রামী, মেধাবী শিক্ষার্থীদের টেকসই উচ্চশিক্ষার সুযোগ তৈরি করতেও ব্যাংকগুলোকে এগিয়ে আসার আহবান জানাই।

- শিক্ষা ও স্বাস্থ্যবিষয়ক স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ, চোখের ছানি অপারেশন, জন্মগতভাবে হৃদরোগে আক্রান্ত শিশুদের ওপেন হার্ট সার্জারি, দরিদ্র্য মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান, আন্তর্জাতিক মানের স্কুল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিম্নমধ্যবিত্ত-মধ্যবিত্ত ছাত্র-ছাত্রীদের ইংরেজী মাধ্যমে শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি, আন্তর্জাতিক মানের একটি চক্ষু হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে প্রাইম ব্যাংক লিঃ ব্যাংকিং খাতের সিএসআর কর্মকান্ড উজ্জীবিতকরণে বিশেষ ভূমিকা রেখে চলেছে বলে আমি সন্তোষ প্রকাশ করছি।

- সমাজে দারিদ্র্য বিমোচনের ভাবনায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "সামাজিক পুঁজির উত্থানের মধ্যে দিয়ে আত্মশক্তির উদ্বোধন ও ভিক্ষার দিকে না তাকিয়ে নিজের পায়ের ওপর ভর করতে হবে।" তাঁর সকল চিন্তার ভেতর মানুষের ওপর বিশ্বাস রাখার বিষয়টিই ছিল মূখ্য। সেই মানুষকে ভরসার পরিবেশ দিতে পারলেই তার অভাব ঘুচে যাবে। তাঁর মতে, "সকল দেশেই গরিব বেশি, ধনী কম। তাই যদি হয় তবে কোন দেশকে বিশেষ করিয়া গরিব বলিব। এ কথার জবাব এই, যে দেশে গরিবের পক্ষে রোজগার করিবার উপায় অল্প, রাস্তা বন্ধ; যে দেশে গরিব ধনী হইবার ভরসা রাখে সে দেশে সেই ভরসাই একটা মস্ত ধন।"

- শিক্ষার্থীগণ, দারিদ্র্য আর শত প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে সাফল্যের বস্তুনিষ্ঠ স্বীকৃতিস্বরূপ **প্রাইম ব্যাংক ফাউন্ডেশনের শিক্ষাবৃত্তি** প্রাপ্তির জন্য তোমরা যারা মনোনীত হয়েছ, সেসব **কলম-কালির তরুণ যোদ্ধাদেরকে** শুভকামনা জানিয়ে আমি বলতে চাই, "প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে কার্যকরী মানব সম্পদে তোমাদেরকে সমৃদ্ধ হতে হবে।" প্রখ্যাত উপন্যাসিক আর্নেস্ট হেমিংওয়ে বলেছেন `Man may die but not be defeated'. তোমরা কখনো পরাজিত হতে পারনা, জয়ী তোমাদেরকে হতেই হবে। তোমরা নিজেদেরকে সৎ, নিষ্ঠাবান, দক্ষ ও পরিশ্রমী মানব সম্পদে পরিণত করার এখনই প্রস্তুতি গ্রহণ করো। তোমাদেরকে এখনও অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে।

- **দেশমাতৃকার মুখে হাসি ফোটানোর স্বার্থে আমাদের নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে হবে এবং স্বদেশকে দারিদ্র্য নামের কলঙ্ক থেকে মুক্ত করতে হবে।** তাই আমি আশা করবো, শিক্ষার্থীরা তোমরা শত প্রতিকূলতাকে জয় করো, প্রতিযোগী মানব সম্পদে গড়ে ওঠে শুধু দেশ নয়, পৃথিবীব্যাপী তোমরা মেধার প্রতিযোগিতার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ কর। তোমরা অবশ্যই সফল হবে। শত কষ্টের মাঝেও অপরিসীম চেষ্টা ও ত্যাগ স্বীকার করে দেশের আগামী ভবিষ্যৎ, মেধাবী সন্তান লালন করার জন্য আমি সম্মানিত অভিভাবক/মাতা-পিতাগণকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। এছাড়া বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই **প্রাইম ব্যাংক ফাউন্ডেশনকে,** শিক্ষার প্রসারে মহান এই মানবিক সুযোগ সৃষ্টি করে দেবার জন্যে।

মেধাবী সৃজন ও মানব কল্যাণের এ মহতী বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য প্রাইম ব্যাংক লিঃ ও ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষকে জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

সবার জন্য রইল আমার শুভ কামনা।